গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১

“শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সম সুযোগ নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন”

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ এর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো:

"শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সম সুযোগ নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন"।

শতবর্ষ পূর্বে জার্মান নেত্রী ক্লারা জেটকিন চেয়েছিলেন যে, বছরে একটি দিন নারীদের জন্য উৎসর্গ হোক, যেদিন নারীর প্রয়োজন ও চাহিদার কথা সারা পৃথিবী জানতে পারবে। নারীর জন্য *আন্তর্জাতিক নারী দিবস* হিসাবে একটি দিন পেতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সংগ্রাম ছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এই দিবসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাহসী নারীদের অবদানে যারা পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী দিবসের তাৎপর্য বিভিন্নভাবে পালন করা হয়। যেমন - পৃথিবীর অনেক দেশেই স্বামী তার স্ত্রীকে এবং সন্তান তার মাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। কোন কোন দেশে শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকাকে উপহার দেয়, কোন দেশে নিয়োগকর্তা সকল নারী কর্মীদের উপহার দেন। এমনকি শুধুমাত্র নারীদের নৈশভোজ আয়োজন করা হয় ৮ই মার্চ রাতে। এটা আসলে নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়টিকেই প্রকাশ করে। ১৯১১ সাল থেকে শতবর্ষ ধরে এই দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে আমরা সকলে একটা সমতার পৃথিবী গড়তে চেয়েছি।

এই বছর শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার এবং সম্মানজনক চাকুরী পাওয়ার অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারীর যোগ্যতা অনুসারে তার কর্মসংস্থান হওয়াটা বাঞ্চনীয়, তাহলেই নারী তার মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে। নারীর কর্মসংস্থানের অধিকার, নারীর ভোটের অধিকার, কর্মস্থলে দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার উন্নয়নের অধিকার, চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের অধিকার, অবস্থার পরিবর্তনের দাবী জানানোর অধিকার ইত্যাদি নারীদেরই সংগ্রাম এবং দৃঢ়তার ফলে কমবেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়ার আরো বেশী সুযোগ রয়েছে।

ক্লারা জেটকিনের সময় থেকে আজ আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। বর্তমানে নারী সরকার প্রধান, আইন প্রণেতা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা, প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং সৈনিক হিসাবে সফলভাবে কাজ করছে। সারা বিশ্বের নারীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, দায়িত্ব পেলে সকলক্ষেত্রে নারী দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের নারীরাও আজ পিছিয়ে নেই।

আজকের অবস্থানে এসে নারী দিবসের প্রাক্কালে আমরা সততার সাথে মূল্যায়ন করতে সুযোগ পেয়েছি - নারীদের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান কতটা সমান ও আদৌ কোন সমতা এসেছে কিনা। ভবিষ্যতে কতটা সমতা ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এলজিইডি'র মূলধারায় জেন্ডার

এলজিইডি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষ রোপণ, বৃক্ষ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ শুধুমাত্র নারীদের দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট করে রেখেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এলজিইডি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সমিতি গঠন করে থাকে যার মধ্যে কোন কোন সমিতি এককভাবে শুধুমাত্র নারী শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত হয়, যারা বাজার অবকাঠামো এবং রাস্তা নির্মাণে নিয়োজিত আছে। এভাবে সকল পর্যায়ের কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আত্ম নির্ভিরশীল নারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপনন সহজতর করার জন্য গ্রোথ সেন্টার ও রুরাল মার্কেটে নারীদের দোকান *উইমেন্স সেকশন* বরাদ্দ দেয়া হয়।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের মূল ডিজাইনে নারী ইউপি সদস্যদের বসার জন্য আলাদা কক্ষ ও টয়লেট সংযোজন করা হয়। গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারে নির্মিত ওপেন সেল প্লাটফর্মে পণ্য বিক্রির জন্য নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এছাড়াও নারীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা হয় এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে আয়বর্ধনমূলক কাজের পরিধি বাড়াতে কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসরত নারীদের অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত ও পরিবেশগত অবস্থা উন্নয়নের জন্য এলজিইডি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। নগরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে এবং পৌরসভাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক পরিপত্র জারি করে, যেখানে বলা হয়, পৌরসভা স্থায়ী কমিটির যতগুলো কমিটি থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশের সভাপতি হবেন নারী কাউন্সিলরগণ। এছাড়া প্রত্যেক কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য থাকবেন নারী নেত্রীগণ। নারীদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এলজিইডি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এলজিইডিতে পানি সম্পদ উন্নয়নে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প কাজ করছে। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প বাছাই হতে পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল স্তরের কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সেজন্য প্রকল্পের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সুফল সম্পর্কে সকল নারী পুরুষকে সঠিকভাবে জানানো হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞগণের কারিগরি জ্ঞানের পাশাপাশি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করা হয়। এর ফলে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়ীত্ব বাড়ে। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অধিক গুরুত্ব পায়।

এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীরণের লক্ষ্যে *"জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম"* গঠন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য-

- জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে জেন্ডারকে মূল ধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- এলজিইডিতে জেন্ডার বিষয়গুলি আলোচনার জন্য একটি মঞ্চ / বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা;
- জেন্ডার বিষয়ে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
- বাহ্যিক প্রভাব সম্বলিত উদ্ভাবনশীলতা ও উত্তম অনুশীলনকে সহায়তা বৃদ্ধি করা; এবং
- এলজিইডি ও এর প্রকল্প কর্মীদের মাঝে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সাধারণত জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভায় মিলিত হয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডারকে মূলধারায় আনার প্রশ্নে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এলজিইডি ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে। জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ / ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করে থাকে। জেন্ডার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও ছকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যাতে তাদের ছোট শিশুকে নিজের কাছাকাছি রেখে মানসিক প্রশান্তি নিয়ে কাজ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে ০-৬ বছরের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

এলজিইডিতে নারী দিবস উদ্‌যাপন

প্রথমবারের মতো এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয় ৮ মার্চ ২০১০ সালে। এ উপলক্ষ্যে এলজিইডি'তে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বিষয়ক সেমিনার, সুফলভোগীদের দ্বারা ষ্টল তৈরী, এলজিইডি'র সহায়তায় স্বাবলম্বী নারীদের পুরস্কৃত করা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও পানি সম্পদ উন্নয়ন- তিনটি সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত জীবন সংগ্রামে জয়ী ৯ জন স্বাবলম্বী নারী পুরস্কৃত করা হয়। এরা হলেন:- ***মোছাঃ সাবেকুন নাহার***, উপজেলা : বিশ্বম্ভরপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ, ***মোছাঃ ফরিদা আক্তার***, কুমিল্লা পৌরসভা, ***মোছাঃ পেয়ারা বেগম***, হবিগঞ্জ পৌরসভা, ***বীরঙ্গনা মহলদার***, উপজেলাঃ ডুমুরিয়া, জেলাঃ খুলনা, ***মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন***, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা, ***মোছাঃ জাহানারা বেগম***, উপজেলাঃ বিশ্বম্ভরপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ, ***মায়া রানী***, উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃ বরগুনা, ***মোছাঃ জাহেদা খাতুন***, শাহাজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ, ***মোছাঃ সাহেদা খাতুন***, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী।

গত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বছর এলজিইডি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি, প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান উপস্থিত থাকবেন বলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এই বছর আন্তর্জাতিক নারী দিসব ২০১১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে **"নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি প্রেক্ষিত এলজিইডি"** বিষয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। গতবারের মত এবারও সুফলভোগীদের দ্বারা স্টল তৈরি এবং ৯ জন আত্মনির্ভরশীল নারীকে পুরস্কৃত করা হবে।

ছবিতে– স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব মনজুর হোসেন এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০ উপলক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত ৯ জন স্বাবলম্বী নারী।

যোগাযোগ : সুলতানা নাজনীন আফরোজ, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য সচিব, জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম আরডিইসি ভবন (লেভেল-৮), এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।